প্রথম আলো

তারিখ 21 AUG 2017
পৃষ্ঠা 6 কলাম 8

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

সাবেক দুই উপাচার্যসহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে তদন্ত হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক দুই উপাচার্য কাজী শহিদুল্লাহ ও মোফাখখারুল ইসলাম, সাবেক সহ-উপাচার্য তোফায়েল আহম্মদ চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমদসহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া দুর্নীতির মামলা অধিকতর তদন্তে বিচারিক আদালত যে আদেশ দিয়েছিলেন, তা বহাল রেখেছেন হাইকোর্ট।

বিচারপতি ওবায়দুল হাসান ও বিচারপতি কৃষ্ণা দেবনাথের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ গতকাল রোববার এ-সংক্রান্ত রুল খারিজ (রুল ডিসচার্জ) করে রায় দেন। ফলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ওই দুই উপাচার্য, সহ-উপাচার্যসহ ১৩ আসামির বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও জালিয়াতির অভিযোগে করা মামলা অধিকতর তদন্তে আইনগত কোনো বাধা নেই বলে জানিয়েছেন বাদীপক্ষের আইনজীবী রেহান হোসেন। মামলাটির বাদী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মো. হাফিজুর রহমান।

মামলায় দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) পক্ষে ছিলেন আইনজীবী সৈয়দ মামুন মাহবুব। দুই উপাচার্যসহ চার আবেদনকারীর পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী এ এস এম আবদুল মোবিন।

আইনজীবী সূত্র বলেছে, ২০১২ সালের ৭ জুলাই জয়দেবপুর থানায় হাফিজুর রহমান ১৩ জনের বিরুদ্ধে এজাহার দায়ের করেন। এতে আগের এক মামলায় সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের বেআইনিভাবে বেতন-ভাতা প্রদান ও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ আনা হয়। ঘটনার সময়কাল ২০০৮ সালের ১৫ অক্টোবর থেকে ২০১১ সালের ১৮ আগস্ট উল্লেখ করা হয়।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে

স্বাক্ষর